উত্তর। 'মহুয়া' গীতিকাটি ট্র্যাজেডিমূলক। নায়িকা মহুয়ার জীবনের দুঃখময় পরিণতিই গীতিকাটির ট্র্যাজেডির মূল ভিত্তি। অথচ মহুয়ার জীবনের এই ট্র্যাজেডি, চরিত্রটির নিজস্ব কোনো চরিত্র্য দোষে নেমে আসেনি। তা এসেছে তার পালক-পিতা হুমরা বেদের নিষ্ঠুরতার জন্য এবং গৌণত মহুয়ার অসামান্য শারীরিক সৌন্দর্য যা 'অপণা মাঁসে হরিণা বৈরী'-র মতো তার জীবনকে ট্র্যাজিক করে তুলেছে।

মহুয়া যখন মাত্র ছ'মাসের শিশু তখন থেকেই তার ভাগ্য বিপর্যয়ের শুরু। হুমরা বেদে কর্তৃক সে অপহৃতা হয়ে পিতা-মাতার নিশ্চিত আশ্রয় ও স্নেহ বঞ্চিত হয় মাত্র ছ'মাস বয়সে। ব্রাহ্মণের কন্যা হয়েও সে শিক্ষা-দীক্ষাহীন হয়ে বেদের দলের সঙ্গে খেলার কসরত দেখিয়ে যাযাবরের মতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে থাকে। হুমরার মতো নিষ্ঠুর ডাকাত-বেদে হয় তার পালক পিতা। হুমরা যত্ন করে মহুয়াকে বড় করেছে, খেলা শিখিয়েছে কিন্তু ডাকাত ও বেদে হওয়ার কারণে মননের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি তার মধ্যে ছিল না, তাই ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়ার হৃদয়ের কোমলবৃত্তির কোন কিছুকেই সে বুঝতে পারেনি। নিজের পালিত পুত্র সুজয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সে মহুয়াকে নিজের ও নিজের দলের স্বার্থে বেঁধে রাখতে চেয়েছে। কন্যার ভালোলাগা মন্দলাগা কোনো কিছুকেই সে পিতৃসুলভ স্নেহে বা দায়িত্বে দেখেনি। সে চেয়েছে নিজের সুবিধা ও ইচ্ছাকে জোর করে মহুয়ার উপরে চাপিয়ে দিতে। তা না হলে নদেরচাঁদ পাত্র হিসাবে মহুয়ার পক্ষে যথেষ্ট ভালোই ছিল। হুমরার এই স্বার্থপরতা ও জেদ মহুয়ার জীবনকে ট্র্যাজেডির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বস্তুত ছ'মাস বয়স থেকে আমৃত্যু মহুয়ার জীবনের যে ট্র্যাজেডি তার জন্য হুমরাই সর্বাধিক দায়ী। আবার মহুয়া আত্মঘাতী হওয়াতে হুমরার মনে শোকের উদ্ভব হয়েছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে হয়ে সে হাহাকার করে উঠেছে—

"ছয় মাসের শিশু কন্যা পাইল্যা করলাম বর।
কি লইয়া ফিরবাম দেশে আর না যাইবাম ঘর।।
শুন শুন কন্যা আরে একবার আখি মেইলা চাও।
একটি বার কহিয়া কথা পরাণ জুড়াও।।
আর না ফিরিব আমি আপনার ভবনে।
তোমরা সবে ঘরে যাও আমি যাইবাম বনে।।"

হুমরার হৃদয়ের এই শোকোচ্ছ্বাস যথেষ্ট ট্র্যাজিক। হুমরার জীবনে এই ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে তারই চরিত্রের স্বার্থবুদ্ধি চালিত জেদ ও অমানবিকতার কারণে।

মহুয়া তার চরিত্র বা কর্মে কোথাও এমন কোনো অন্যায় বা দুর্বলতা দেখায়নি, যার ফলে শেকস্‌পিরিয়ান ট্র্যাজেডির অনিবার্য দুঃখ-দহন তার জীবনে নেমে আসতে পারে। বরঞ্চ তার প্রেমের প্রতি যে একনিষ্ঠতা, চরিত্রে যে সাহসিকতা ও সক্রিয়তা, দেহে ও মনে যে বলিষ্ঠতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তা গীতিকা-র অন্য যে কোনো নারী চরিত্রের তুলনায় অধিক উজ্জ্বল। তবু তার জীবনে ট্র্যাজেডির

যে আঁধার নেমে এসেছে তার মূলে হুমরা ছাড়াও আছে তার নিজস্ব অসামান্য রূপ-যৌবন; যার মোহে মুনিরও মন টলেছে।

পালক পিতা হুমরার হাত থেকে বাঁচতে বেদের দলের এক তেজী ঘোড়ায় চড়ে মহুয়া-নদেরচাঁদের পালাবার পথে পড়ল এক পার্বত্য খরস্রোতা নদী। সাধুর (বণিকের) ডিঙায় চেপে সেই নদী পার হতে গিয়ে সাধুর চক্রান্তে মহুয়া ও নদেরচাঁদের জীবনে যে ট্র্যাজেডি নেমে আসে তার মূলে আছে মহুয়ার আকর্ষণীয় রূপ-যৌবনের প্রতি সাধুর ভোগলিপ্সা। মহুয়ার যৌবন সম্ভোগের জন্য সাধু তাকে রানির তুল্য ঐশ্বর্য ও আরামের প্রলোভন দেখিয়েছে। কিন্তু মহুয়া তাতে বিন্দুমাত্র প্রলোভিত না হয়ে নিজ প্রেমিকের প্রতি একনিষ্ঠ থাকায় তার জীবনে নেমে এসেছে ভয়ংকর দুঃখ। সাধু চক্রান্ত করে গভীর খরস্রোতা নদীতে নদেরচাঁদকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সাহসের জোরে মহুয়া সাধু ও তার মাঝি-মাল্লাদের অচেতন করে কুঠারের ঘায়ে ডিঙ্গি ফুটো করে ডিঙ্গি ডুবিয়ে নিজেকে রক্ষা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত মৃতপ্রায় নদেরচাঁদকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু এখানেও স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সন্ন্যাসীর কামনার হাত থেকে বাঁচবার জন্য অসুস্থ দুর্বল স্বামীকে ঘাড়ে বহন করে গভীর জঙ্গলে পালাতে হয়েছে।

দীর্ঘ শুশ্রূষায় স্বামীকে সুস্থ করে যখন কিছুদিন দাম্পত্য জীবনের আনন্দ পেয়েছে মহুয়া, ঠিক সেই সময়ে একদিন দলবল সহ হুমরার আবির্ভাব। এবং হুমরা কর্তৃক বিষলক্ষার ছুরি মহুয়ার হাতে দিয়ে নদেরচাঁদকে হত্যার নির্দেশ দান। একদিকে প্রেমিক আর একদিকে নিষ্ঠুর পালক পিতার আদেশ; আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া মহুয়ার সামনে আর কোনো পথ ছিল না। কিন্তু একে আত্মঘাতী না বলে বলা ভাল প্রেমের জন্য, প্রেমিকের জন্য মহুয়ার আত্মউৎসর্গ। তাই মহুয়ার মৃত্যুতে আমাদের হৃদয় ট্র্যাজেডির করুণ রসে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

মহুয়া সারাজীবন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়েছে। শেকস্‌পিরিয়ান ট্র্যাজেডির নায়কের পতনের মূলে নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে যেমন নায়কের চরিত্রেরই কোনো ত্রুটি, সে জাতীয় কোনো ত্রুটি মহুয়া চরিত্রে আমরা দেখতে পাই না। শেকস্‌পিরিয়ান ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহুয়ার ট্র্যাজেডির পুরোপুরি সাযুজ্য নেই। যদিও মহুয়া আশৈশব দুর্ভাগ্যের শিকার; তবুও দৈব, নিয়তির যে প্রাবল্য থাকে গ্রিক ট্র্যাজেডিতে, তাও কিন্তু নেই 'মহুয়া' পালাটিতে। অতএব গ্রিক ট্র্যাজেডির সঙ্গেও এর বিশেষ কোনো মিল নেই। তাই শেষ পর্যন্ত আমরা বলতে পারি—মহুয়া চরিত্রের পরিণতি অবশ্যই ট্র্যাজিক এবং পালাটি ট্র্যাজিডির রসাক্রান্ত। কিন্তু এ ট্র্যাজেডিকে পুরোপুরি গ্রিক বা শেকস্‌পিরিয়ান কোনো ট্র্যাজেডিরই অন্তর্গত করা সমীচীন হবে না।